দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 JAN 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

আজ ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত ২৪ ডিসেম্বর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ব্যালট পেপারে সদস্য পদপ্রার্থী জনৈক শিক্ষকের নাম না থাকায় নির্বাচন শুরুর ১০ মিনিট পর নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক সভায় এ নির্বাচনের পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

আজকের নির্বাচনের জন্য শিক্ষক সমিতি ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। শিক্ষকদের মধ্যেও এই নির্বাচনকে ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ ও তোড়জোড় লক্ষ্য করা গেছে।

নির্বাচনে পূর্বের তিনটি প্যানেলই অংশ নিচ্ছে। সাদা, গোলাপী, নীল—এ তিনটি প্যানেলে ৪৫ জন শিক্ষক এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জাতীয়তাবাদী, বামপন্থী, উদারপন্থী সব মতাদর্শের শিক্ষকদের সমাবেশ ঘটেছে সাদা দলে। তবে মোটামুটিভাবে এ দল বিএনপি'র

(৭–এর পৃঃ ৫–এর কঃ দ্রঃ)

আজ ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক

(প্রথম পাতার পর)

সমর্থক হিসাবে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে বর্তমানে সাদা দলেরই নিয়ন্ত্রণ সবচাইতে বেশী। এ দল থেকে এবারে নির্বাচনে সভাপতি হিসাবে প্রার্থী হয়েছেন কলা অনুষদের ডীন ও ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর কে এম মোহসীন। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ডঃ বদরুল আলম।

নীল দলের পরিচিতি আওয়ামী লীগ, সিপিবি পন্থী শিক্ষকদের দল হিসাবে। নীল দল থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যথাক্রমে অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ এটি এম জহুরুল হক ফাইনান্স বিভাগের সহযোগী প্রফেসর ডঃ এ এম মাহফুজুর রহমান।

গোলাপী দল সাবেক চীনপন্থী কমিউনিস্ট সমর্থকদের দল হিসাবে পরিচিত। এ প্যানেল থেকে সভাপতি পদে গণিত বিভাগের প্রফেসর আ ফ ম খোদাদাদ খান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

বিগত সব নির্বাচনে সাদা দলের বিরুদ্ধে 'নীল' ও গোলাপী দল ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতো। এবার তাদের মধ্যে কোন ঐক্য হয়নি। দু'দল পৃথক পৃথক প্যানেল দিয়েছে তাই '(সাদা)' দলের জয় অনেকটা সহজসাধ্য হবে বলে অনেকে মনে করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে আজ সকাল ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে নয় শ' শিক্ষক ভোট দেবেন।